141

আজকের কাগজ

তারিখ 16 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হলগুলোতে অস্ত্রের মহড়া ॥ যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে সাংঘাতিক ঘটনা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আবারো অস্ত্রের মহড়া শুরু হয়েছে। অনেকদিন ধরে অস্ত্রের এ মহড়া লুকোচাপা থাকলেও ইদানিং প্রকাশিত হচ্ছে। অস্ত্রের মহড়া ইদানিং ইঙ্গিত করছে যে কোন সময় ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। ক'দিন ধরে সূর্যসেন হল এ অস্ত্রের মহড়ার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে।

হল সূত্রে জানা গেছে, সূর্যসেন হলে ছাত্রদলের দু'টি বিবদমান গ্রুপ অবস্থান করছে। এরা একে অন্যের সঙ্গে সব সময় বিবাদে লিপ্ত থাকে। যখন তখন অস্ত্র প্রদর্শন করতে এদের বাধে না। এ দু'গ্রুপের মধ্যে ইতিমধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে। সর্বশেষ সংঘর্ষ হয় গত ১৩ জুন রাতে। এ সময় দু'টি গ্রুপের সদস্যরা বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। এ ঘটনার পূর্বে ছাত্রদলের বিবদমান এক গ্রুপের এক কর্মিকে অন্য গ্রুপের কর্মিরা গুলি করার হুমকি দেয়। ঘটনাটি ঘটে গত শনিবার। ফলে অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকলে ছাত্রদলের উচ্চ পর্যায়ে নেতারা এদের বিবাদ মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে। নেতারা ওই রাতে এই দুই গ্রুপের সঙ্গে কথা বলেন। বিবাদ মিটিয়ে দেন। একটি অংশের প্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চান। ফলে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে চাপা পড়ে। কিন্তু ওই অংশ পরের রাতেই সূর্যসেন হলে এসে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। পরে হলে অবস্থানরত পুলিশের প্রতিরোধের মুখে এরা সরে যায়।

জানা গেছে, এ অংশটি আপাতত সূর্যসেন হলের বাইরে অবস্থান করছে। কিন্তু হলে অবস্থানরত অন্য অংশ হলের ভিতরে অস্ত্র হাতেই ঘোরাফেরা করছে। এ অংশটি এখন হলের সর্বত্র একচেটিয়া সন্ত্রাস কায়েম করেছে। তারা রেওয়াজমতো ডাইনিং-এ খাবার খেয়ে বিল পরিশোধ করে না বলে হলের ছাত্ররা জানায়। কেবল তাই নয়, হলের টিভি চলে এদের ইচ্ছা মতো। সাধারণ ছাত্ররা টিভির বিশেষ কোন অনুষ্ঠান দেখতে চাইলেই দেখতে পারে না। এ অংশটি তাদের ইচ্ছা মতো চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখে। ক'দিন আগে আর এক দফা গোলাগুলি হলো ক্যাম্পাসে। ছাত্রদলের এক পক্ষ ভাবলো তাদের প্রতিপক্ষ ক্যাম্পাসে ঢুকেছে। অমনি পর পর তিন রাউন্ড গুলি। টোটাল অবস্থা হিসেব করলে বিশ্ববিদ্যালয় এখন কিছুটা যেন ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে কিছু হলে সন্ধ্যার পর ছাত্ররা বেশ আতংকিতই থাকে। এ ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ দরকার। তা না হলে যে কোন সময় ঘটে যাবে সাংঘাতিক ঘটনা।